দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

নারীশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হউক এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এইউডব্লিউ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্যোগ, এ উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। গত ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। এই অনুষ্ঠান হইতে জানা গেল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশ, জাতি, ভাষা ও ধর্মবিশ্বাসের ছাত্রীরা একসঙ্গে জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পাইবে। আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষায় নিজেদের গড়িয়া তোলার পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা নিজেদের সহাবস্থানের ধারায় নানা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানারও অফুরন্ত সুযোগ লাভ করিবে। সময়ের ধারায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন হয়তো একদিন শিক্ষার জগতে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত ইহার ১০৪ একর জমি দানের মাধ্যমে এশিয়াবাসীর কাছে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখিয়াছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয় স্বকীয়তামণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিলে নিশ্চিতই আমরা গর্ব করিয়া বলিতে পারিব, বাংলাদেশ মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষার মানের অধঃগতি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুচ্ছ এবং অযৌক্তিক বিষয়কে লইয়া বেসামাল হইয়া উঠার কথা প্রায়ই শোনা যায়। ইহাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও সময়-সময়ান্তরে শোনা যায় নানা হতাশাব্যঞ্জক সংবাদ। ইতিমধ্যে আইন অমান্য করায় ১৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হইয়াছে। মেয়াদোত্তীর্ণ সনদে চলিতেছে ৪১টি, নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে মাত্র ৬টির। আইনের তোয়াক্কা না করিয়া এইসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালাইতেছে, প্রতারিত হইতেছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনতর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদকে সু-সংবাদই বলিতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ এশিয়ান ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনূস, এইউডব্লিউ সাপোর্ট ফাউন্ডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান, এইউডব্লিউর উপাচার্য, ফাউন্ডেশনের সদস্য উপস্থিত থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রার সূচনা করেন। উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, মিয়ানমার, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল ও বাগাতিক বাংলাদেশের ছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। শিক্ষালয়তে আগ্রহী ছাত্রীদের প্রবৃত্তির লক্ষ্যে গত মার্চ মাস হইতে প্রি-কলেজিয়েট কর্মসূচির একসেস একাডেমি কার্যতম পরিচালনা করিতেছে। এখানে এশিয়ার মেধাবী ছাত্রীদের এবং সারাবিশ্ব হইতে দক্ষ শিক্ষকদের আনা হইবে। সুষ্ঠু কর্মকারিতার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের একটি বড় দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিবে এই বিদ্যাপীঠ-এমনটাই সকলে আশা করেন।

বাংলাদেশের ছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে অবগত হউক এবং মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী তাহাদের মেধাভিত্তিক যোগ্যতার দ্বারা অধিকার ছিনিয়া পাইতে শিখুক ইহাই কাম্য। একইসঙ্গে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনিধারা মান-সম্পন্ন এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ নিলে তাহা শত ধারায় বিস্তৃত হইয়া দেশের জন্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কত ফল বহিয়া আনিবে।